খ্রীস্টবিশ্বাসীর ভ্রাতৃপ্রেম

প্রথম যোহন ৩ অধ্যায় ৯৯-৯৮ পদ

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, যোহন তার মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান, যে ঈশ্বর থেকে জাত এবং ঈশ্বরে থাকে, সে কখনও ক্রমশ পাপ করতে পারে না; পরিবর্তে সে ধার্মিকতার অনুশীলন করে (১ যোহন ৩:৪-১০)। অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানের একটি বৈশিষ্ট্য হল পাপ থেকে দূরবর্তী ধার্মিকতার জীবন। এই কথা বলার পর যোহন তার পাঠকদের কাছে ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানদের আরও একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছে, আর তা হল, তারা একে অন্যকে ভালোবাসে (১ যোহন ৩:১৪)। এখন, যদিও তাদের বৈশিষ্ট্য হল একে অন্যকে প্রেম করা, তথাপি তাদের একে অন্যকে ভালোবাসতে উৎসাহিত করা বা সুপারিশ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ (১১ ও ১৮ পদ)। খ্রীস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে এই ভ্রাতৃপ্রেমকে ব্যাখ্যা করতে যোহন দুটি বিপরীত উদাহরণ ব্যবহার করেছে। প্রথমটি হল নেতিবাচক উদাহরণ, যেখানে যোহন কয়িনের দ্বারা তার ভাইয়ের হত্যাকে বর্ণনা করেছে। আর দ্বিতীয়টি হল ইতিবাচক উদাহরণ, যেখানে যোহন আমাদের পরিবর্তে যীশু খ্রীস্টের নিজের জীবন উৎসর্গ করাকে বর্ণনা করেছে। এই দুটি উদাহরণ থেকে যোহন দুটি অনুসিদ্ধান্তের *(corollary)* কথা উল্লেখ করেছে: কয়িনের মতো লোকদের দ্বারা বিশ্বাসীরা যখন ঘৃণিত হবে, তখন তারা আশ্চার্যান্বিত হবে না, এবং তাদের প্রতি ঘৃণার অনুভূতিকেও এড়িয়ে চলবে, কারণ তাদের ঘৃণা করা নরহত্যারই সামিল। দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্তটি হল, দীনহীন ভাইকে দেখে নিজে ত্যাগস্বীকার করেও তাকে সাহায্য করতে সে পিছ্‌পা হবে না।

পরস্পর প্রেম করা হল বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য (১১ পদ)

কয়িনের উদাহরণ (১২ পদ)	যীশু খ্রীস্টের উদাহরণ (১৬ পদ)
কয়িনের মতো যখন কেউ বিশ্বাসীদের ঘৃণা করে (১৩ পদ)	যখন দরিদ্ররা বিশ্বাসীদের চোখে পড়ে (১৭ক পদ)
বিশ্বাসীরাও তাদের ঘৃণা করবে না (১৪ পদ)	বিশ্বাসীরা দরিদ্রদের প্রতি করুণা রোধ করবে না (১৭খ পদ)
কারণ, ঘৃণা করা নরহত্যার সাদৃশ (১৫ পদ)	কেবল কথায় প্রেম নয়, কিন্তু কাজে ও সত্যে প্রেম (১৮ পদ)

১০ পদে যোহন বিশ্বাসীদের বলেছে, ***"যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে ভালোবাসে না, সে ঈশ্বরের লোক নয়।"*** এই কথার ব্যাখ্যা দিতে যোহন ***"কারণ"*** শব্দটি ব্যবহার করে ১১ পদ শুরু করেছে। ***"কারণ, তোমরা প্রথম থেকে যে বার্তা শুনেছ, তা এই, আমাদের পরস্পর প্রেম করা কর্তব্য"*** (১১ পদ)। এর আগে, ১:৫ পদে যোহন একই কথা দিয়ে শুরু করেছিল, ***"আমরা যে বার্তা তাঁর কাছে শুনে তোমাদের জানাচ্ছি"*** এবং সেখানে সেই বার্তাটি ছিল, ***"ঈশ্বর জ্যোতি।"*** এখানে যোহন প্রথম থেকে যে বার্তা শোনার কথা বলেছে, তা হল, ***"পরস্পর প্রেম করা।"*** যোহন যে এখানে এই কথা প্রথম তাদের বলছে, তা নয়, এই কথা তারা তাদের খ্রীস্টিয় অভিজ্ঞতার প্রথম থেকেই শুনে আসছে। কারণ যোহনের কাছ থেকে তারা যখন সুসমাচার পেয়েছিল, তারা তখন শিষ্যদের প্রতি যীশুর সেই আদেশের কথা স্পষ্ট শুনেছিল, ***"এক নতুন আজ্ঞা আমি তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদের প্রেম করেছি, তোমরাও তেমনই পরস্পর প্রেম কর। তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে প্রেম রাখ, তবে তাতেই সকলে জানবে যে, তোমরা আমার শিষ্য"*** (যোহন ১৩:৩৯-৪০)। যীশু আরও বলেছেন, ***"আমার আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদের প্রেম করেছি"*** (যোহন ১৫:১২)। যোহন তার সুসমাচারে যীশুর যে আজ্ঞার কথা লিপিবদ্ধ করেছে, যোহন তার এই চিঠিতেও তা বারংবার উল্লেখ করেছে (১ যোহন ২:১০; ৩:১০, ১৪; ৪:২০)। এর আগে, ২:১০ পদে যোহন স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছে যে, বিশ্বাসী যারা তাদের ভাইদের ভালোবাসে, তারা ঈশ্বরের উপস্থিতি ও প্রকাশের আলোকে বসবাস করে।

পরস্পর প্রেম করার বিষয় জোর দিতে যোহন দুটি বিপরীত-ধর্মী উদাহরণের দ্বারা প্রেম করা ও ঘৃণা করাকে তুলনা করেছে। ১২ পদে যোহন পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে যে, বিশ্বাসীরা কখনও কয়িনকে অনুসরণ করতে পারে না, যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। কারণ কয়িন পাপাত্মা, তথা দিয়াবলের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে সেই কাজ করেছিল; যেহেতু দিয়াবল হল ***"আদি থেকেই নরঘাতক"*** (যোহন ৮:৪৪)। কয়িনের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

উদাহরণ থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, আমরা যখন আমাদের ভাইদের প্রেম করতে ব্যর্থ হই, তখন কী ঘটে? হ্যাঁ, তা নরহত্যা পর্যন্ত ঘটাতে বাধ্য করে। ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা যেমন কয়িনকে তার ভাইকে হত্যা করতে বাধ্য করেছিল; ঠিক একইভাবে আমরা যখন আমাদের ভাইদের ঘৃণা করি, তখন তা-ও একপ্রকার হত্যাকার্য সাধন করে। যীশু তাঁর পর্বতে দত্ত উপদেশে ভাইয়ের প্রতি ক্রোধ বা হেয়জ্ঞান করাকে বিচার, মহাসভা বা নরকের দায়ে পড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন (মথি ৫:২১-২৬)। যীশুর সেই উপদেশের কথা স্মরণ করে, যোহন আমাদের কাছে তুলে ধরেছে, মানুষ কেন অন্য একজন মানুষকে হত্যা করে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যোহন কয়িনের উদাহরণেকে টেনে এনেছে এবং বলেছে, ***"কারণ এই যে, তার (কয়িনের) কাজ মন্দ, কিন্তু তার ভাইয়ের (হেবলের) কাজ ধর্মানুযায়ী ছিল"*** (১২ পদ)। আদিপুস্তকের বর্ণনা থেকে আমরা জানি যে, ঈশ্বর কয়িনের উপহার অগ্রাহ্য করলেও হেবলের উপহার গ্রহণ করেছিলেন; কয়িনের কাজ ছিল মন্দ কিন্তু হেবলের কাজ ছিল ধর্মময়। ভাই হেবলের প্রতি শত্রুতা থেকেই কয়িন ঈশ্বরের কাছে উপহার এনেছিল; আর তাই ঈশ্বর তা অগ্রাহ্য করেছিলেন। এইভাবে, ধার্মিকতার কাজকে যখন ঈশ্বর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তা দেখে কয়িন চটে গেছিল।

এখন কয়িনের মতো জগতের লোকদের আচরণও মন্দ কিন্তু বিশ্বাসীদের আচরণ ধর্মময়। আর তাই, বিশ্বাসীদের ধর্মময় আচরণ দেখে জগতের মানুষরা চটে যায় বা হিংসা করে। তাই যোহন বিশ্বাসীদের বলেছে, ***"ভাইরা, জগৎ যখন তোমাদের ঘৃণা করে, তখন তোমরা আশ্চর্য জ্ঞান কোরো না"*** (১৩ পদ)। এখানে, জগতের মানুষ বলতে যোহন যে কেবল মণ্ডলীর বাইরের লোকদের নির্দেশ করেছে, তা নয়; কিন্তু মণ্ডলীর ভিতরে থেকেও যারা পরস্পর প্রেম প্রদর্শন করার পরিবর্তে কয়িনের মতো ঘৃণা ও শত্রুতা প্রদর্শন করে, তাদেরও নির্দেশ করেছে। তারা তাদের এমন আচরণের দ্বারা প্রমাণ দেয় যে, তারা প্রকৃত বিশ্বাসী নয়।

১২ পদে যোহন বলেছে, যারা কয়িনের মতো নিজের ভাইদের হত্যা করে, তারা সেই পাপাত্মার লোক। এখন পাপাত্মার মধ্যে যেহেতু জীবন নেই, সেইহেতু, যারা নিজেদের ভাইকে হত্যা করার ন্যায়, তাদের ঘৃণা করে, তাদের মধ্যেও জীবন নেই, তাদের উপর মৃত্যু রাজত্ব করে চলেছে। এর ঠিক বিপরীতে, বিশ্বাসীরা হল সেই সমস্ত লোক, যারা মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে। কারণ যীশু নিজে বলেছেন, ***"সত্য, সত্য, আমি তোমাদের বলছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শোনে, ও যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন, তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে, এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে"*** (যোহন ৫:২৪)। তাই, যোহন এখানে লিখেছে, ***"আমরা জানি যে, আমরা মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছি, কারণ ভাইদের ভালোবাসি।"*** অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, আমরা অমাদের ভাইদের ভালোবাসার দ্বারা মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছি। না, তার বিপরীতে, আমরা যেহেতু যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে অনন্ত জীবন পেয়েছি, সেইহেতু আমরা আমাদের ভাইদের ভালোবাসি। ভ্রাতৃপ্রেম আমাদের অনন্ত জীবনের কারণ *(cause)* নয়, কিন্তু ফল *(effect)* বা সাক্ষ্য *(evidence)*। অতএব, সেই ফল বা ভ্রাতৃপ্রেমের প্রকাশ বা স্যক্ষ্য যাদের মধ্যে নেই, তারা এখনও অনন্ত জীবন পায়নি, তারা এখনও কয়িনের মতো মৃত্যুর রাজত্বের নিচে আছে, ***"যে কেউ প্রেম করে না, সে মৃত্যু মধ্যে থাকে"*** (১৪খ পদ)।

মথি ৫:২১-২২ পদে যীশুর কথাকে ভিত্তি করে, যোহন ১৫ পদে বলেছে যে, নিজের ভাইকে ঘৃণা করা নরহত্যার শামিল/সদৃশ: ***"যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক; এবং তোমরা জানো, অনন্ত জীবন কোনও নরঘাতকের অন্তরে থাকে না"*** (১৫ পদ)। কাউকে ঘৃণা করার অর্থ, তার উপস্থিতির প্রতি অনিচ্ছা; কিম্বা ব্যক্তি বা মানুষ হিসাবে তার অধিকারকে অস্বীকার করা; সহজ কথায়, সে না থাকলেই ভালো হত, এমন চিন্তা। তাই, আমি যখন কাউকে ঘৃণা করি, তখন আমার মধ্যে তার হত্যাকারীর মনোভাব কাজ করে। আর সেই মনোভাব হল পাপাত্মার, যে আদি থেকেই নরঘাতক। স্বভাবতই, এমন ব্যক্তিকে কখনও অনন্ত জীবনের অধিকারী আশা করা যায় না।

এইভাবে, ঘৃণা ও নরহত্যার নিষ্ঠুর বর্ণনার পর, যোহন ভালোবাসার ইতিবাচক দিক বর্ণনা করেছে। অনেকে খ্রীস্টধর্মকে প্রেমের ধর্ম হিসাবে জানে। কিন্তু সেই প্রেমকে তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো ব্যাখ্যা করে থাকে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

এমন ভুল ব্যাখা থেকে আমাদের রক্ষা করতে যোহন তার পাঠকদের কাছে সেই প্রেমের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছে। সেই প্রেমের বর্ণনা করতে গিয়ে যোহন যীশু খ্রীস্টের উদাহরণকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে: ***"তিনি আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন, এর দ্বারা আমরা প্রেম জেনেছি"*** (১৬ক)। যোহনের এই কথা যোহনের সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের উত্তম মেষপালককে স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে বেতনজীবি মেষপালকদের সঙ্গে উত্তম মেষপালকের তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, ***"উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য নিজের প্রাণ সমর্পণ করে"*** (যোহন ১০:১১)। এইভাবে, নিজের প্রাণ সমর্পণের মধ্যে মেষদের প্রতি মেষপালকের প্রেমই প্রকাশ পেয়ে থাকে, কারণ যোহন ১৫:১৩ পদে বলা হয়েছে, ***"কেউ যে নিজের বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ সমর্পণ করে, এর থেকে মহত্তর প্রেম কারও নাই।"*** হ্যাঁ, আমাদের জীবন দিতে যীশু স্বয়ং নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। যীশুর এই উদাহরণ আমাদের কাছে প্রেমের অর্থ বর্ণনা করেছে।

এখন যে যীশু আমাদের জীবন দিতে, আমাদের কাছে প্রেমের অর্থ বর্ণনা করতে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তিনিই আবার তাঁর শিষ্য, তথা বিশ্বাসী আমাদের আজ্ঞা করেছেন, ***"আমার আজ্ঞা এই, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; যেমন আমি তোমাদের প্রেম করেছি"*** (যোহন ১৫:১২)। অর্থাৎ, যীশুর সেই প্রেমের উদাহরণকে আমাদের জীবনে অনুসরণ করতে হবে। তাই এখানে, ১৬ পদের শেষাংশে, যোহন বিশ্বাসী আমাদের বলেছে, ***"আমরাও ভাইদের জন্য নিজের নিজের প্রাণ দিতে বাধ্য।"*** অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, অন্যদের জন্য নিজের নিজের প্রাণ দেবার মাধ্যমে আমরাও যীশুর ন্যায় তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। কিন্তু এখানে যে অর্থে যোহন বিশ্বাসীদেরকে যীশুর জীবন অনুসরণ করে ভাইদের জন্য নিজের প্রাণ দিতে বলেছে, তা হল, অন্যের জন্য প্রাণ দেওয়া আত্মত্যাগ বা স্বার্থত্যাগকে নির্দেশ করে; বিশ্বাসীরা সহ-বিশ্বাসীদের জন্য সেই স্বার্থত্যাগ করতে যেন সর্বদা প্রস্তুত থাকে ও বাস্তবে তা সাধন করে। এ বিষয়ে যোহন পরবর্তী দুটি পদে উল্লেখ করেছে।

যোহন কোনও অবাস্তব, কেবল আদর্শগত ধর্মাচরণের কথা এখানে বলেনি। কিন্তু এই পৃথিবীর মাটিতে খ্রীস্টবিশ্বাসীর বাস্তব জীবনে সেই ভ্রাতৃপ্রেমের কথা যোহন উল্লেখ করছে। ১৬ পদে যে ভাইয়ের জন্য প্রাণ দেবার মহান লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে, আমরা অনেকেই সেই লক্ষ্যের প্রতি আমাদের সায় জানাতে পারি; এবং তার জন্য আমরা প্রস্তুত বলে সোচ্চারও হতে পারি। এখন এমন চরম মূল্য দিতে যদি আমরা প্রস্তুত থাকি, তাহলে আমরা আমাদের বাস্তব দৈনন্দিন জীবনেও কি তার সাক্ষ্য দেব না? এই কথাই যোহন ১৭ পদে বলেছে, যেখানে যোহন উল্লেখ করেছে যে, বিশ্বাসী যখন তার দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন দরিদ্র ভাইকে দেখে, তখন যে ভাইয়ের জন্য সে নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে, সেই ভাইয়ের অভাব পূর্ণ করতে অবশ্যই সে তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু সে যদি তা না করে, তাহলে বুঝতে হবে, তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম নেই। যোহন লিখেছে, ***"কিন্তু যার সাংসারিক জীবনোপায় আছে, সে নিজের ভাইকে দরিদ্র দেখলে যদি তার প্রতি নিজের করুণা রোধ করে, তবে ঈশ্বরের প্রেম কেমন করে তার অন্তরে থাকে?"*** (১৭ পদ)। এই কথার দ্বারা যোহন বিশ্বাসী আমাদের আরও বাস্তবসম্মত হতে বলেছে: *"আমি আমার ভাইয়ের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত,"* এমন কথা চীৎকার করার পরিবর্তে, যখন আমার সংস্থান আছে, তখন তার দ্বারা আমার ভাইয়ের খাদ্য, বস্ত্র বা কাজের অভাব পূর্ণ করতে আমি বেশি উদ্যোগী হব। আজ বিশ্বাসী আমরা যারা ঈশ্বরের বিভিন্ন আশীর্বাদ পেয়েছি, আমরা যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে থাকি, আমাদের হৃদয়ে যদি ঈশ্বরের প্রেম থেকে থাকে, আমরা সেই সমস্ত আশীর্বাদ আমাদের অভাবী ভাইদের সঙ্গে ভাগ করব। এখন, এইভাবে, আমাদের ধন আমাদের ভাইদের সঙ্গে ভাগ করতে হলে আমাদের হৃদয়ে সেই ঈশ্বরের প্রেমের প্রয়োজন, যিনি আমাদের অভাব পূর্ণ করতে নিজের পুত্রকে পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেননি (রোমীয় ৮:৩২)। প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসী মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে; ফলস্বরূপ মৃত্যুর অধিপতি দিয়াবলের শক্তি থেকে সে মুক্ত হয়েছে; তাই সে নিজের ভাইকে ঘৃণা করার পরিবর্তে, তাকে ভালোবাসে; কারণ ঈশ্বরের প্রেম তার হৃদয়ে বাস করে। ফলস্বরূপ, সে আত্মত্যাগ বা ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে তার ভাইয়ের বিভিন্ন অভাবের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

এই কথা আরও স্পষ্ট করে যোহন ১৮ পদে উল্লেখ করেছে, যেখানে সে কেবল সুন্দর সুন্দর কথা বলার দ্বারা নয়, কিন্তু কাজের দ্বারা প্রেমের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে বিশ্বাসীদের উদ্বুদ্ধ করে বলেছে, *"সন্তানেরা, এস, আমরা বাক্যে কিম্বা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু কাজে ও সত্যে প্রেম করি।"* যাকোব ২:১৫-১৬ পদে কেবল বাক্যে বা জিহ্বাতে প্রেমের *(lip service)* উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, *"কোন ভাই কিম্বা বোন বস্ত্রহীন ও দৈনিক খাদ্যবিহীন হলে, যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাদের বলে, কুশলে যাও, উষ্ণ ও তৃপ্ত হও, কিন্তু তোমরা তাদের শরীরের প্রয়োজনীয় বস্তু না দাও, তবে তাতে কী ফল দর্শিবে?"* কথায় ভালোবাসার অর্থ কেবল কোনও প্রয়োজন সম্বন্ধে উল্লেখ করা; কিন্তু কাজে ভালোবাসার অর্থ সেই প্রয়োজন পূর্ণ করতে হাত লাগানো। কেবল প্রয়োজন সম্বন্ধে উপলব্ধি বা প্রার্থনাই যথেষ্ট নয়, প্রকৃত প্রেম সেই প্রয়োজন পূর্ণ করতে আত্মত্যাগের কাজকে উৎসাহিত করে। আমাদের ভাইদের অভাব দেখেও তাদের সাহায্য না করে যখন আমরা সুন্দর সুন্দর কথা বলে পাশ কাটিয়ে যাই, আমাদের আচরণকে পৌল শব্দকারক পিত্তল বা ঝমঝমকারী করতালের সঙ্গে তুলনা করেছে (১ করি. ১৩:১)।

কিন্তু খুবই দুখের বিষয়, আজ বিশ্বাসী বলে পরিচয় দেয়, ইভ্যানজেলিক্যাল বলে চীৎকার করে, এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা কেবলই ভালোবাসার কথা বলে, ভালোবাসে না। মণ্ডলীতে এমন নকল বিশ্বাসীদের উপস্থিতি অনেক অন্বেষীর মধ্যে মণ্ডলীর প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরী করেছে। কিন্তু আমরা যদি কেবল সেই সমস্ত নকল বিশ্বাসীদের সমালোচনা করি, কোনও কাজ না করি, তাহলে আমরাও তাদের ন্যায় নকল বিশ্বাসীতে রূপান্তরিত হই। আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা ভালো ভালো শব্দ দিয়ে বর্ণনা করতে ভালোবাসি, কিন্তু সেই ভালোবাসায় আমরা কি একে অন্যকে ভলোবেসেছি? আমরা কেউই তাঁর ভালোবাসা পাবার যোগ্য ছিলাম না, তবু তিনি আমাদের ভালোবেসেছেন। তাহলে আমরা কেন আমাদের ভালোবাসা পাবার জন্য আমাদের ভাইদের মধ্যে যোগ্যতা খুঁজে থাকি? আসল প্রশ্ন হল, আমাদের মধ্যে তাঁর প্রেম আছে কি?

বাংলা ভাষায়
সর্বপ্রথম
স্টাফ নোটেশনসহ
খ্রীষ্টীয় গানবই

অনুগ্রহ গানবই
(Grace Hymnal)
৮৬২ পৃষ্ঠার এই বইয়ে আছে
১৪৫টি ইংরাজি সুরের গান
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)
২৬৮টি বাংলা সুরের গান ও
১০৬টি সুসমাচার সঙ্গীত
(বাংলা ও ইংরাজি কথাসহ)
মূল্য:-
প্রতি কপি মাত্র ১০০ টাকা
১০ বা তার বেশি কপির জন্য
মাত্র ৭৫ টাকা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)